মিষ্টি আলু চাষের বিস্তারিত বিবরণী

জাত পরিচিতি

জাতের নাম : বারি মিষ্টি আলু-১

জনপ্রিয় নাম : তৃপ্তি

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৩৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : কন্দমূল উপবৃত্তাকার, সাদা, শাঁস হালকা হলুদ ও নরম। দেশের সর্বত্র চাষ করা যায়। মূলের ওজন ২০০-২৫০ গ্রাম, তবে ১.৫ কেজি পর্যন্ত হতে পারে।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

কান্ডের রং বেগুনী এবং রোমশ। কান্ডের অগ্রভাগ সবুজ, পাতা গাঢ় সবুজ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৬০ - ১৭০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪০ - ৪৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : প্রায় ২২৫ - ২৩০ লতা

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : প্রায় ২২৫০০ - ২৩০০০ লতা

উপযোগী মাটি : বেলে, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক - অগ্রহায়ণ (মধ্য অক্টোবর - মধ্য নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৩০ - ১৫০ দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি মিষ্টি আলু-২

জনপ্রিয় নাম : কমলাসুন্দরী

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৩৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : কন্দমূল লাল, উপ-বৃত্তাকার, শাঁস কমলা বর্ণের, নরম। দেশের সর্বত্র চাষ করা যায়। কন্দমূলের ওজন ১৮০-২২০ গ্রাম।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

কান্ডের রং সবুজ এবং রোমশ। কান্ডের অগ্রভাগ বেগুনী, পাতার নিচের দিকের শিরা বর্ণহীন ও পাতা সবুজ তবে কচি অবস্থায় বেগুনী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৬০ - ১৭০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪০ - ৪৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : প্রায় ২২৫ - ২৩০ লতা

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : প্রায় ২২৫০০ - ২৩০০০ লতা

উপযোগী মাটি : বেলে, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক -অগ্রহায়ণ (মধ্য অক্টোবর - মধ্য নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৩০ - ১৫০ দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি মিষ্টি আলু-৩

জনপ্রিয় নাম : দৌলতপুর

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৩৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : কন্দমূল ও শাঁস লম্বাটে, সাদা, শুষ্ক পদার্থ ৩০-৩৩%। দেশের সর্বত্র চাষ করা যায়। কন্দমূলের ওজন ১৮০-২০০ গ্রাম।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

কান্ডের রং সবুজ। কান্ডের অগ্রভাগ সবুজ, পাতা খাঁজকাটা ও সবুজ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৫০ - ১৬০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩৫ - ৪০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : প্রায় ২২৫ - ২৩০ লতা

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : প্রায় ২২৫০০ - ২৩০০০ লতা

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : অতি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : বেলে, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক -অগ্রহায়ণ (মধ্য অক্টোবর - মধ্য নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৩০ - ১৫০ দিন।

পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতা : মিষ্টি আলুর উইভিল পোকা

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি মিষ্টি আলু-৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : কন্দমূল ও শাঁস কমলা বর্ণের ও আকৃতি উপ-বৃত্তাকার। দেশের সর্বত্র চাষ করা যায় তবে যশোর, খুলনায় আগাম চাষ করা যায়। কন্দমূলের ওজন ১৭৫ -১৯৫ গ্রাম।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

কান্ডের রং সবুজ। কান্ডের অগ্রভাগ বেগুনী, পাতা সবুজ তবে কচি অবস্থায় বেগুনী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৬০ - ১৭০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪০ - ৪৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : প্রায় ২২৫ - ২৩০ লতা

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : প্রায় ২২৫০০ - ২৩০০০ লতা

উপযোগী মাটি : বেলে, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক - অগ্রহায়ণ (মধ্য অক্টোবর - মধ্য নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৩০ - ১৫০দিন।

পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতা : মিষ্টি আলুর উইভিল পোকা

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি মিষ্টি আলু-৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : কন্দমূল লম্বাটে, উপ-বৃত্তাকার, হালকা কমলা বর্ণের ও শাঁস হালকা হলুদাভ, ক্যারোটিন সমৃদ্ধ, দেশের সর্বত্র চাষ করা যায়। কন্দমূলের ওজন ১৮০ - ২২০ গ্রাম। যশোর ও খুলনায় আগাম চাষ করা যায়।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

কান্ডের অগ্রভাগ সবুজ এবং রোমশ। পাতা সবুজ ও সামান্য খাঁজকাটা।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৫০ - ১৬০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩৫ - ৪০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : প্রায় ২২৫ - ২৩০ লতা

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : প্রায় ২২৫০০ - ২৩০০০ লতা

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : বেলে, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক - অগ্রহায়ণ (মধ্য অক্টোবর - মধ্য নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৩০ - ১৫০ দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি মিষ্টি আলু-৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : কন্দমূল উপ-বৃত্তাকার, হালকা লাল বর্ণের ও শাঁস গাঢ় ক্রিম বর্ণের ও শুষ্ক। দেশের সর্বত্র চাষ করা যায়।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

কান্ডের রং হালকা সবুজ এবং পুরু। কান্ডের অগ্রভাগ রোমশ। পাতা সবুজ, বড় ও খাঁজকাটা।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৬০ - ১৭০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪০ - ৪৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : প্রায় ২২৫ - ২৩০ লতা

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : প্রায় ২২৫০০ - ২৩০০০ লতা

উপযোগী মাটি : বেলে, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক - অগ্রহায়ণ (মধ্য অক্টোবর - মধ্য নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৩০-১৫০ দিন।

পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতা : মিষ্টি আলুর উইভিল পোকা

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি মিষ্টি আলু-৭

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : কন্দমূল উপবৃত্তাকার, সাদা বর্ণের ও শাঁস ক্রিম বর্ণের ও শুষ্ক, ওজন ২২৫ গ্রাম। দেশের সর্বত্র চাষ করা যায়।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

কান্ডের রং বেগুনী এবং রোমশ। কান্ডের অগ্রভাগ সবুজ, পাতা সরল ও সম্পূর্ণ। কচি ও বয়স্ক পাতার রং সবুজ কিন্তু পাতার উল্টো দিকের শিরা বেগুনী বর্ণের।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৬০ - ১৮০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪৫ - ৫০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : প্রায় ২২৫ - ২৩০ লতা

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : প্রায় ২২৫০০ - ২৩০০০ লতা

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : বেলে, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক - অগ্রহায়ণ (মধ্য অক্টোবর - মধ্য নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৩০-১৫০ দিন।

পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতা : মিষ্টি আলুর উইভিল পোকা

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি মিষ্টি আলু-৮

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : কন্দমূল উপবৃত্তাকার, লাল বর্ণের ও শাঁস হলুদ, শুষ্ক পদার্থ ৩৫.৩%। ওজন ১৬০ গ্রাম। দেশের সর্বত্র চাষ করা যায়।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

এ জাতের লতা ও পাতা সবুজ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৬০ - ১৭০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪০ - ৪৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : প্রায় ২২৫ - ২৩০ লতা

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : প্রায় ২২৫০০ - ২৩০০০ লতা

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : বেলে, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক - অগ্রহায়ণ (মধ্য অক্টোবর - মধ্য নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৩০-১৫০ দিন।

পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতা : মিষ্টি আলুর উইভিল পোকা

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি মিষ্টি আলু-৯

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : কন্দমূল উপবৃত্তাকার, লাল বর্ণের ও শাঁস মাঝারী কমলা ও শুষ্কপদার্থ ৩৫.৬%। ওজন ১৬০ গ্রাম। দেশের সর্বত্র চাষ করা যায়।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

এ জাতের লতা ও পাতা সবুজ, পাতা সামান্য খাঁজকাটা।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৬০ - ১৭০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪০ - ৪৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : প্রায় ২২৫ - ২৩০ লতা

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : প্রায় ২২৫০০ - ২৩০০০ লতা

উপযোগী মাটি : বেলে, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক - অগ্রহায়ণ (মধ্য অক্টোবর - মধ্য নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৩০-১৫০ দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি মিষ্টি আলু-১০

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : কন্দমূল উপবৃত্তাকার, গাঢ় বাদামী ও শাঁস হলুদাভ, শুষ্কপদার্থ ২৮%। ওজন ১৮০-২০০ গ্রাম। দেশের সর্বত্র চাষ করা যায়।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

এ জাতের লতা ও পাতা সবুজ, পাতার কিনারা, বোঁটা ও কান্ড হালকা বেগুনী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৫০ - ১৬০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩৫ - ৪০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : প্রায় ২২৫ - ২৩০ লতা

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : প্রায় ২২৫০০ - ২৩০০০ লতা

উপযোগী মাটি : বেলে, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক - অগ্রহায়ণ (মধ্য অক্টোবর - মধ্য নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৩০-১৫০ দিন।

পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতা : মিষ্টি আলুর উইভিল পোকা

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি মিষ্টি আলু-১১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : কন্দমূলের চামড়া লাল ও শাঁস হালকা হলুদ, শুষ্কপদার্থ ৩৫. ৪৪%। ওজন ১৮০-২০০ গ্রাম। দেশের সর্বত্র চাষ করা যায়।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

কান্ড বেগুনী ও পাতা সবুজ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৫০ - ১৬০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩৫ - ৪০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : প্রায় ২২৫ - ২৩০ লতা

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : প্রায় ২২৫০০ - ২৩০০০ লতা

উপযোগী মাটি : বেলে, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক - অগ্রহায়ণ (মধ্য অক্টোবর - মধ্য নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৩০-১৫০ দিন।

পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতা : মিষ্টি আলুর উইভিল পোকা

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি মিষ্টি আলু-১২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : কন্দমূলের চামড়া হলুদ ও শাঁস কমলা রংয়ের, শুষ্কপদার্থ ২৯.৪৬%। ওজন ১৬০-১৮০ গ্রাম। দেশের সর্বত্র চাষ করা যায়।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

কান্ড বেগুনী ও পাতা সবুজ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৫০ - ১৬০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩৫ - ৪০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : প্রায় ২২৫ - ২৩০ লতা

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : প্রায় ২২৫০০ - ২৩০০০ লতা

উপযোগী মাটি : বেলে, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক - অগ্রহায়ণ (মধ্য অক্টোবর - মধ্য নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৩০-১৫০ দিন।

পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতা : মিষ্টি আলুর উইভিল পোকা

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি মিষ্টিআলু-১৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : কন্দমূল উপবৃত্তাকার, গাঢ় হলুদ ও শাঁস কমলা বর্ণের, শুষ্কপদার্থ ২৮.৯৩%। ওজন ১৬০- ১৮০ গ্রাম। দেশের সর্বত্র চাষ করা যায়।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

লতা ও পাতা সবুজ, পাতা খাঁজকাটা।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৫০ - ১৬০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩৫ - ৪০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : প্রায় ২২৫ - ২৩০ লতা

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : প্রায় ২২৫০০ - ২৩০০০ লতা

উপযোগী মাটি : বেলে, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক - অগ্রহায়ণ (মধ্য অক্টোবর - মধ্য নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৩০-১৫০ দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসলের পুষ্টিমান

প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যপযোগী মিষ্টি আলুতে জলীয় অংশ- ৬৮.৫ গ্রাম, খনিজ পদার্থ- ১.০ গ্রাম, আঁশ- ০.৮ গ্রাম, খাদ্যশক্তি- ১২০ কিলোক্যালোরি, আমিষ- ১.২ গ্রাম, চর্বি- ০.৩ গ্রাম, শর্করা- ২৮.২ গ্রাম, ক্যালসিয়াম- ২০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি-১- ০.০৬ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি-২- ০.০২ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন সি- ২ মিলিগ্রাম রয়েছে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস. ২০১৭।

বীজ ও বীজতলা

বর্ণনা : কয়েকটি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে জমি তৈরি করুন। লাইন থেকে লাইন দূরত্ব ২০ ইঞ্চি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৬ ইঞ্চি রাখতে হবে। বীজ মাটির ১.৫-২.০ ইঞ্চি গভীরে বপন করে ভেলী তৈরি করতে হবে।

বীজ ও বীজতলার প্রকারভেদ :

মিষ্টি আলু চাষে বীজতলার প্রয়োজন নেই।

ভাল বীজ নির্বাচন :

বপনের জন্য রোগমুক্ত, পরিষ্কার, পরিপুষ্ট বীজ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। কারণ ভাল বীজ মানে সবল চারা। আর রোগাক্রান্ত বীজ থেকে বীজতলায় সহজেই রোগ ছড়ায়।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : মিষ্টি আলু চাষে বীজতলার প্রয়োজন নেই।

বীজতলা পরিচর্চা : মিষ্টি আলু চাষে বীজতলার প্রয়োজন নেই।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বপন / রোপনপদ্ধতি

চাষপদ্ধতি :

কয়েকটি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে জমি তৈরি করুন। সাধারণত কার্তিক থেকে মধ্য অগ্রহায়ন বা মধ্য অক্টোবর থেকে নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত চারা রোপন করা যায়। সমতল পদ্ধতিতে লাইন করে লাগাতে হবে যাতে ২-৩ টি গিট মাটির নীচে থাকে। প্রতিটি খন্ডের দৈর্ঘ্য ১০-১২ ইঞ্চি। লাইন-লাইন দূরত্ব ২৪ ইঞ্চি এবং লতা–লতার দূরত্ব ১২ ইঞ্চি রাখতে হবে।

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

মাটি ও সার ব্যবস্থাপনা

মৃত্তিকা :

বেলে ও বেলে দোঁয়াশ উত্তম। তবে চরের মাটি, অনুর্বর মাটি, পানি জমে না থাকা এঁটেল মাটিতেও চাষ করা যায়।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :

মাটির ধরন এবং মাটি পরীক্ষার জন্য মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর সহায়তা নিতে হবে।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি :

সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ফসলের সার সুপারিশ :

সারের নাম	শতক প্রতি সার	হেক্টর প্রতি সার
গোবর/ জৈব সার	১-১.৫ কেজি	৮-১০ টন
ইউরিয়া	৬৫০-৭০০ গ্রাম	১৬০-১৮০ কেজি
টিএসপি	৬০০-৬৫০ গ্রাম	১৫০-১৭০ কেজি
এমওপি	৭০০-৭৫০ গ্রাম	১৮০-২০০ কেজি

সমুদয় গোবর, টিএসপি ও অর্ধেক ইউরিয়া ও অর্ধেক পটাশ সার জমি তৈরির আগে শেষ চাষের সময় মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে। চারা রোপণের ৬০ দিন পর অবশিষ্ট ইউরিয়া ও পটাশ সার সারির পার্শ্বে প্রয়োগ করতে হবে।

অনলাইন সার সুপারিশ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সেচ ব্যবস্থাপনা

সেচ ব্যবস্থাপনা :

জমির আর্দ্রতার উপর নির্ভর করে ২-৩টি সেচ দিতে হবে। লতা মাটিতে লেগে যাওয়ার পর ৩০ দিন, ৬০ দিন ও ৯০ দিন পর সেচ দিতে হবে।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

1 : বৃষ্টি বা অতিরিক্ত সেচের পানি জমিতে জমতে দিবেন না। এতে পাতা ও লতার বাড়তি বেশি হয়, কিন্তু ফলন কমে যায়। এরপর জো এলে কোদাল/নিড়ানি দিয়ে মাটির ওপরের চটা ভেঙে দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

আগাছা ব্যবস্থাপনা

আগাছার নাম : চাপড়া ঘাস

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। মে থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয়।

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী ঘাসজাতীয় বীরুৎ আগাছা।

প্রতিকারের উপায় :

মাটির অগভীরের আগাছার কন্দমূল নিড়ানি, কোদাল, লাঙ্গল দিয়ে ও হাত দিয়ে তুলে শুকিয়ে মেরে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : দুর্বা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। খরা সইতে পারে। এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয়। মাঝারি থেকে উঁচু জমিসহ প্রায় সবখানে আলো বা ছায়াতে এর বিচরণ।

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী ঘাসজাতীয় বীরুৎ আগাছা।

প্রতিকারের উপায় :

মাটির অগভীরের আগাছার কন্দমূল নিড়ানি, কোদাল, লাঙ্গল দিয়ে ও হাত দিয়ে তুলে শুকিয়ে মেরে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : শ্যামা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। মে থেকে আগস্ট মাসে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয়।

আগাছার ধরন : বর্ষজীবী ঘাসজাতীয় আগাছা।

প্রতিকারের উপায় :

জমি নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন। সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র নিড়িয়ে আগাছা বাছাই।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : মুথা / ভাদাইল

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। জুন থেকে অক্টোবরের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয়।

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী সেজ/ বিরুৎ জাতীয় আগাছা।

প্রতিকারের উপায় :

জমি নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন। সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র নিড়িয়ে আগাছা বাছাই।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আবহাওয়া ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

বাংলা মাসের নাম : বৈশাখ

ইংরেজি মাসের নাম : এপ্রিল

ফসল ফলনের সময়কাল : রবি

দুর্যোগের নাম : আগাম বৃষ্টি / বন্যা

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

ফসল তোলায় কার্যক্রমের প্রস্তুতি রাখা।

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

তাড়াতাড়ি ফসল ও বীজলতা তুলে আনুন।

প্রস্তুতি : ফসল তোলায় দেরি না করণ।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

পোকামাকড়

পোকার নাম : মিষ্টি আলুর উইভিল পোকা

পোকা চেনার উপায় : মাথায় শুঁড়ের মতো একটি মুখাংশ আসে। মাথা ও শাখার উপরিভাগ গাঢ় নীল চোখ এবং পা উজ্জ্বল লাল-কমলা বর্ণের।

ক্ষতির ধরণ : পাতা খেয়ে ছিদ্র করে এবং লতার ভিতরে ঢুকে কচি অংশ খেয়ে গাছ মেরে ফেলে। কীড়া কন্দমূলের/ মিষ্টি আলুর ভিতরে আঁকাবাঁকা সুড়ং করে খাবার অযোগ্য করে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায় , ফল পরিপক্ব

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ডগা , কান্ডের গোঁড়ায়

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : লার্ভা , কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

অনুমোদিত বালাইনাশক (হেক্টর প্রতি ১৫ কেজি হারে ডায়াজিনন ১৪জি বা কার্বোফুরান ৫জি) দিয়ে মাটি শোধন করে হালকা সেচ দিন। ফেরোমেন ফাঁদ পেতে পোকা নিয়ন্ত্রণ করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ। একই জমিতে বার বার এ ফসল না করা। আশে পাশে এ ফসলের আবাদ থাকলে সর্তক হওয়া। লতা রোপণের ১৫ দিন আগে ১৫ কেজি/হেক্টর হারে ফুরাডান ৫জি মাটি শোধন। আগাম উত্তোলন ৯০-১২০ দিন।

অন্যান্য :

পোকাসহ আক্রান্ত পাতা/ লতা সংগ্রহ করে ধ্বংস করা বা পুড়ে ফেলা।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

পোকার নাম : মিষ্টি আলুর টরটয়স বিটল পোকা

পোকা চেনার উপায় : ছোট সবুজ রঙের পোকা। গায়ে কাঁটা থাকে।

ক্ষতির ধরণ : চকচকে পূর্ণ বয়স্ক পোকা ও কাঁটাযুক্ত বাচ্চা উভয়ই কচি পাতা খেয়ে ক্ষতি করে। এরা চারা গাছের বেশি ক্ষতি করে থাকে। এরা খেয়ে পাতায় ছিদ্র করে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : সব , পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা :

সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ।

অন্যান্য :

হাত জাল দ্বারা পোকা সংগ্রহ। চারা গাছ জাল দিয়ে ঢেকে দেওয়া।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

পোকার নাম : মিষ্টি আলুর ফ্লি বিটল পোকা

পোকা চেনার উপায় : ছোট কালো রঙের পোকা।

ক্ষতির ধরণ : পূর্ণ বয়স্ক ও বাচ্চা উভয়ই ক্ষতি করে। পূর্ণ বয়স্করা চারা গাছের বেশি ক্ষতি করে। এরা পাতা ছোট ছোট ছিদ্র করে খায়। আক্রান্ত পাতায় অসংখ্য ছিদ্র হয়।

আক্রমণের পর্যায় : চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : সব , পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা :

সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ।

অন্যান্য :

হাত জাল দ্বারা পোকা সংগ্রহ। চারা গাছ জাল দিয়ে ঢেকে দেওয়া।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

পোকার নাম : পাতা সুড়ঙ্গকারী পোকা

পোকা চেনার উপায় : বয়স্ক পোকা দেখতে খুব ছোট ও ধুসর বর্ণের।

ক্ষতির ধরণ : ক্ষুদ্র কীড়া পাতার দুইপাশের সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। তাই পাতার উপর আঁকা বাঁকা রেখার মত দাগ পড়ে এবং পাতা শুকিয়ে ঝড়ে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে থায়ামিথক্সাম + ক্লোথায়ারানিলিপ্রল জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ ভলিউম ফ্লেক্সি ৫ মিলিলিটার অথবা ১ মুখ) অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করুন। জমি পর্যবেক্ষণ করুন। বালাইনাশক ব্যবহারের পুর্বে পরিপক্ক ফল সংগ্রহ করুন এবং কীটনাশক ব্যবহারের এক সপ্তাহের আগে ফল সংগ্রহ অথবা বাজারজাতকরণ থেকে বিরত থাকুন।

অন্যান্য :

আঠালো হলুদ ফাঁদ স্থাপন করা।

হলুদ ফাঁদ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগ

রোগের নাম : মিষ্টি আলুর কান্ড পচা রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : এ রোগ দেখা দিলে কান্ডে পানি ভেজা কালো দাগ দেখা যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড

ব্যবস্থাপনা :

কপার অক্সিক্লোরাইট জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমনঃ কুপ্রাভিট ৭০ গ্রাম) ১০ লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

১. রোগসহনশীল জাতের চাষ করুন

২. মিশ্র ফসল চাষ করুন

৩. একই জমিতে বার বার আলু চাষ করবেন না

অন্যান্য :

অতিরিক্ত পানি সরাতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১৩।

রোগের নাম : পাতায় দাগ পড়া

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পাতার উপরে বড় ঘন রঙের দাগ পড়ে তা বড় হয়ে পাতা নষ্ট হয়ে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমনঃ রিডোমিল গোল্ড অথবা ডায়থেন এম-৪৫ ২০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১২ দিন পরপর স্প্রে করা। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

রোগমুক্ত লতা ব্যবহার। বপনের পূর্বে বীজ শোধন করা (যেমনঃ ভিটাভেক্স- ২.৫ গ্রাম বা ব্যাভিষ্টিন- ২ গ্রাম প্রতি কেজি বীজ) ট্রাইকোডারমা ভিরিডি (৩-৪ গ্রাম/ কেজি বীজ) দ্বারা শোধন করা।

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১৩।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ফসল তোলা : ৯০-১২০ দিনে মিষ্টি আলু পরিপক্ক/পুষ্ট হয়। তখন এর খোসায় আঁচড় দিলে ঘন দুধের মত রস বের হয়। এ অবস্থায় বর্ষা আসার আগে লতা কেটে লাঙ্গল/কোদাল দিয়ে তোলা দরকার।

ফসল সংরক্ষণের পূর্বে :

ফসল তোলার পর কাটা, ছেড়া, ফাটা, দাগি, রোগাক্রান্ত, পোকা খাওয়া, ভিন্ন আকার আকৃতির মিষ্টি আলু বাছাই করে নিন।

সংরক্ষণ : গোলায় বা মাচায় ৩.৯ ইঞ্চি বালি স্তর বিছিয়ে তার উপর ২৯.৫ ইঞ্চি উঁচু মিষ্টি আলুর স্তর রেখে পুনরায় ৩.৯ ইঞ্চি বালি স্তর দিয়ে ঢেকে দিন। এভাবে কয়েক স্তরে মিষ্টি আলুর রাখলে মিষ্টি আলুর উইভিল পোকা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। প্রসেসিং ও খাদ্য তৈরি।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ

বীজ উৎপাদন :

ইউরিয়া সার প্রয়োগের সময় ২ বার গাছের গোড়ায় মাটি তুলে বেঁধে দিতে হবে। চারা লাগানোর (৫০-৬০ দিন পর) মাসে অন্তত ১ বার লতা নেড়ে চেড়ে দিতে হবে। এতে মিষ্টি আলুর লতার পর্ব থেকে শিকড় গজানো তথা বাজারজাত অনুপযোগী কন্দমূল উৎপাদন এড়ানো সম্ভব এবং ফলশ্রুতিতে কন্দের আকার ও ফলন বাড়বে। বাজার অনুপযোগী কন্দ হবে না।

বীজ সংরক্ষণ:

বীজ লতা সংরক্ষণঃ মিষ্টি আলু কার্তিক মাসে লাগিয়ে চৈত্রের মাঝামাঝি হতে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি তোলার ভালো সময়। তাই বন্যার পানি ওঠে না বৃষ্টির পানি জমে না উঁচু যায়গায় পরবর্তী মৌসুমের জন্য সুস্থ সবল লতা বীজ হিসাবে(প্রতি শতকে ২২৭-২৩০টি লতা) লাগিয়ে রাখুন। রোগ বালাই যাতে না লাগে তার যত্ন নিন। বর্ষায় বেড়ে ওঠা অতিরিক্ত ডগা পাতাসহ সবজি বা গবাদির খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

কৃষি উপকরণ

বীজপ্রাপ্তি স্থান :
১। বিএডিসি ও সরকারি অনুমোদিত সকল বীজ ডিলার।

২। বিশ্বস্ত বীজ উৎপাদনকারী চাষী।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

নিকটস্থ বাজারের অনুমোদিত বালাইনাশক বিক্রেতার নিকট হতে বালাইনাশকের মেয়াদ যাচাই করে বালাইনাশক কিনুন।

সার ডিলার এর বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), ১৬/০২/২০১৮।

খামার যন্ত্রপাতি

যন্ত্রের নাম : মই

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

পশু চালিত

যন্ত্রের ক্ষমতা : কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা :

জমি চাষে ব্যবহার করা হয়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যোগ্য।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি, ২০১৮।

যন্ত্রের নাম : কোদাল

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

হস্ত চালিত

যন্ত্রের ক্ষমতা : কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা :

আইল ছাঁটা, সেচ ও নিকাশ নালা তৈরি। কম জমির জন্য ফসল তোলা ও পরিচর্যায় ব্যবহার হয়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যোগ্য।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি, ২০১৮।

যন্ত্রের নাম : লাঙ্গল

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

পশু চালিত

যন্ত্রের ক্ষমতা : কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা :

জমি চাষে ব্যবহার করা হয়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

সহজে বহন যোগ্য ও অর্থ সাশ্রয়ী।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি, ২০১৮।

যন্ত্রের নাম : পাওয়ার টিলার/ হাই স্পীডি রোটারি টিলার

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

ডিজেল চালিত

যন্ত্রের ক্ষমতা : প্রচলিত পাওয়ার টিলার দিয়ে যেখানে ৫-৬টি চাষ প্রয়োজন হয়, হাই স্পীডি রোটারি টিলার সেখানে ১-২টি চাষ যথেষ্ট। উন্নত মানের শুকনা জমি চাষের যন্ত্র। ১২ অশ্ব শক্তিসম্পন্ন।

যন্ত্রের উপকারিতা :

প্রতি ঘন্টায় ০.১ হেক্টর (২৪ শতাংশ) জমি চাষ করতে পারে। প্রচলিত টিলারের তুলনায় ৫০% সময় ও অর্থ সাশ্রয় হয়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

যন্ত্রের রোটারি ব্লেড শ্যাফট উচ্চ গতিতে ঘুরে বিধায় জমির ঢেলা খুব ছোট হয় ও মাটি ভাল গুঁড়া বা মিহি হয়।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও কাদাপানি পরিস্কার করে রাখুন। প্রয়োজনে অভিজ্ঞ মেকানিক দিয়ে যন্ত্র পরর্বতী কাজের জন্য মেরামত করে নিন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি, ২০১৮।

ফসল বাজারজাতকরণ

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

বাঁশের ঝুড়ি, চটের বস্তা, ঠেলা গাড়ি, রিক্সা ভ্যান, গরুর গাড়ি, নৌকা ইত্যাদি।

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

প্লাস্টিকের ঝুড়ি, ছিদ্রযুক্ত চটের বস্তা, পাওয়ার ট্রলি, মিনি ট্রাক, ট্রাক।

প্রথাগত বাজারজাত করণ :

স্থানীয় বাজারে খুচরা/পাইকারি বিক্রয়।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

প্রক্রিয়াজাত করে আড়ৎদারের মাধ্যমে হিমযুক্ত কার্ভাড ভ্যানে দূরবর্তী বাজার, সুপার মার্কেট ও বিদেশে বিপণন করুন।

ফসল বাজারজাতকরনের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।